

Class - V
2nd Language Bengali
গদ্য : ‘আমার ছেলেবেলা’ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্যের বিষয়বস্তু :-

‘আমার ছেলেবেলা’ গদ্যাংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছেলেবেলা’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি একটি আত্মকথামূলক রচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সময়ে জন্মেছিলেন, সে সময়ের কলকাতার সাথে আজকের কলকাতার কোনো মিলই নেই। তখন রাস্তায় ট্রাম, বাস, মোটর-গাড়ি ছিল না, ছিল ঘোড়ার-গাড়ি। তখন কাজের চাপ তেমন ছিল না। ধনীলোকদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা-সেই গাড়ি পথিককে চমক লাগিয়ে চলত। মেয়েদের বাড়ির বাইরে যেতে হত দরজাবন্ধ পাঙ্কি করে। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলা হত মেম-সাহেবি। মেয়েরা পর-পুরুষের সামনে পড়লে ঘোমটা টানত আর ঢাকা পাঙ্কিতে ছিল তাদের যাতায়াত। বাড়ির দারোয়ানের কাজ ছিল ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া, আত্মীয় কুটুমের বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছে দেওয়া, পার্বণের দিনে বাড়ির গিনিকে বন্ধপাঙ্কি-সুদ্ধ গঙ্গায় স্নান করিয়ে আনা।

তখন শহরে গ্যাসের আলো, বিজলি বাতি ছিল না। শুধু ঘরে ঘরে জ্বলতো রেড়ির তেলের দুই সলতের সেজ।

মিটমিটে আলোয় অঘোর মাস্টার-মশাই পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। পড়াশোনার সময় একলা মুর্থ হয়ে থাকার ভাবনাও রবীন্দ্রনাথকে জাগিয়ে রাখতে পারত না। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তারপর চলত চোখরগড়ানি।

নানা ধরনের ভূতের গল্প, ভূতের ভয় ছিল প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় মানুষের মনে যে ভূত প্রেতে বিশ্বাস ছিল তার কথা বলা হয়েছে।

শহরে তখন জলের কল বসেনি। বেহারা কলসি ভরে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে আসত। ছেলেবেলায় লেখকের বাড়ির নীচের একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।

রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার আমল থেকে রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল ঠাকুরবাড়ির পুকুরে। শেষকালে পুকুরটা বুজে গেলেও পাশের বাদাম গাছটা থেকে যায়।

গ) কাদের জন্য এই 'চলতি গোরস্থান-এর' ব্যবস্থা ছিল ?

পৃষ্ঠা ৬৩

প্রঃ (৭) "তখন জলের কল বসে নি।"

ক) 'তখন' মানে কখন ?

খ) কীভাবে জল আনা হত তখন ?

গ) কোথায় তা রাখা হত ?

ঘ) বক্তার সেখান দিয়ে যেতে গিয়ে কী মনে হত ?

পৃষ্ঠা ৬৪

বোধমূলক প্রশ্ন :-

প্রঃ খ) ঠিক উত্তরের পাশে টিক '✓' এবং ভুল উত্তরের পাশে ক্রশ 'X' চিহ্ন দাও :-

- ১) লেখাপড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে
- ২) মেয়েরা দরজাবন্ধ করা পালঙ্কি করে যাওয়া-আসা করতো.....
- ৩) দারোয়ানদের কাজ ছিল পার্বণের দিনে বন্ধপালঙ্কি-সুদ্ধ গিন্নিকে গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা.....
- ৪) পালোয়ান জমাদারের নাম ছিল শিউনন্দন.....
- ৫) শোভারাম কাঁচা শাক শুদ্ধ মুলো খেত.....
- ৬) মাস্টার-মশাই বাংলা পড়াতেন.....
- ৭) লেখক রাত দশটার সময় পড়া থেকে ছুটি পেতেন.....
- ৮) বাহির মহল থেকে বাড়ির ভেতরে যাবার একটা সরু পথ ছিল.....
- ৯) গাড়ি গাড়ি রাবিশ ফেলে পুকুর বোজানো হয়েছিল.....
- ১০) বাদাম গাছটাও কেটে ফেলা হয়েছিল.....

ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্ন :- পৃষ্ঠা - ৬৪

(ক) এককথায় লেখো :-

- ১) যেখানে মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় :.....
- ২) সম্ভবা স্ত্রীর প্রেতাশ্রা :.....
- ৩) ছোটো ঘর :.....
- ৪) ব্রাহ্মণ ভূত বা দৈত্য :.....
- ৫) যে ঘোড়ার গাড়ি চালায় :.....
- ৬) একটুতেই যার মেজাজ গরম হয় :.....

৭) বাবার বাবা

পাঠমালা :- Reader Book

বাড়ির কাজ

পাঠ-অভ্যাস : পৃষ্ঠা ৬৪

প্রঃ-(১)ক) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী :

- (৩) রবীন্দ্রনাথের মাস্টার মশাইয়ের নাম কী ?
- (৫) রবীন্দ্রনাথকে মাস্টার মশাইয়ের কাছে কী শুনতে হতো ?
- (৭) বালক রবি কোথা থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতেন ?

(খ) জ্ঞানমূলক ও রচনাধর্মী : পৃষ্ঠা ৬৫

- (৪) শিউনন্দন ও পালোয়ান জমাদার শোভারাম সম্বন্ধে কী জানো ?
- (৭) দাদার বন্ধু কিসের গল্প হেসে উড়িয়ে দিতেন ? তাতে চাকররা কী মনে করতো ? এর থেকে চাকরদের সম্পর্কে তোমার কেমন ধারণা হয় ?

ব্যাকরণভিত্তিক প্রশ্নাবলি :-

প্রঃ(২)খ) নীচের শব্দগুলির পদ পরিবর্তন করো :-

লজ্জা , জেদ , তেজ , আলো , ঘুম , লোভ , কম , আতঙ্ক ,
ভূতুড়ে

ঘ) শূন্যস্থান পূরণ করো :-

চলতুম মন বলত, কী জানি বুঝি পিছু
ধরেছে। পিঠ উঠত। তখন ছিল গল্পে
....., ছিল মানুষের মনের